দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

পরীক্ষার ঘাপলায় জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি হয় না

বরিশাল অফিস ॥ রেজিষ্ট্রেশন ঘাপলা, পরীক্ষার ফি প্রেরণে বিলম্ব ও বিভিন্ন কারণে প্রতিবার হাজার হাজার পরীক্ষার্থীর ভাগ্য অনিশ্চিত হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের মূল্যবান শিক্ষাজীবনে ছেদ নামিয়া আসিতেছে। অথচ এ সকল অপকর্মের সহিত জড়িত ব্যক্তিদের কোন শাস্তি হয় না। এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় যশোর বোর্ডে রেজিষ্ট্রেশন ঘাপলার জন্য

(১০ম পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষার ঘাপলায়

(১ম পৃঃ পর)

১৫ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারে নাই। অথচ তাহারা স্কুলে যথাসময়ে ফি জমা দিয়া ফরম পূরণ করে। শিক্ষকেরা তাহাদের ঘাপলা দূর করার জন্য কয়েকগুণ বেশী ফি আদায় করে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহারা হলে যাইতে পারে নাই। বর্তমান এইচ-এসসি পরীক্ষায় তিনশত পরীক্ষার্থী ঐ একই কারণে পরীক্ষা দিতে পারে নাই। এ শহরের একটি কলেজ পরীক্ষার পূর্বদিনও ঐ সকল পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণের আশ্বাস দিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা নিতে পারে নাই। কারণ প্রবেশপত্র নাই। পিরোজপুর সরকারী কলেজের ১০৬৩ জন ডিগ্রী পরীক্ষার্থীর ফল প্রকাশিত হয় নাই। কারণ, কলেজের নিকট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা প্রায় পৌনে দুই লক্ষ টাকা। অথচ পরীক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ে ফি পরিশোধ করে।

এ ধরনের ঘাপলার সহিত কিছু-সংখ্যক শিক্ষক জড়িত। অথচ তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই। অভিভাবকেরা ফি প্রদান করিয়াও সন্তানদের পরীক্ষা দেওয়াইতে পারেন নাই। গরীব পিতামাতারা একদিকে অর্থ-কষ্ট এবং অন্যদিকে সন্তানদের ভবিষ্যৎ লইয়া উদ্বিগ্ন।